জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৬শে আশ্বিন বুধবার ১৩৬৭ ইংরাজী 12th Oct. 1960 | ২১শ সংখ্যা

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত

জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পাওয়া-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে আশ্বিন বুধবার সন ১৩৬৭ সাল।

তের বছরের স্বাধীনতা!

—•—

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ইংরাজ ভারতের শাসনভার ত্যাগ করিয়া, ভারতবর্ষকে দুই ভাগ করিয়া বড় ভাগটি দিলেন কংগ্রেস নামক রাজনীতিকদলকে আর ছোট ভাগ দিলেন মোস্লেমলীগ নামক মুসলমান সম্প্রদায়ের শক্তিমান দলকে। ইংরাজ যখন ছাড়িয়া যান তখন এ দেশের অধিবাসীদের শতকরা ১৫ জন মাত্র আক্ষরিক ছিল। ১০০ জন লোকের মধ্যে মাত্র ১৫ জন নাম স্বাক্ষর করিতে পারিত।

যে দেশে শতকরা ৮৫ জন লেখা পড়ার নাম মাত্র জানে না সে দেশে যারা উকীল, বেরিষ্টার অনেক পাশ করে নিজের নামের সঙ্গে আরও কতকগুলি ইংরাজী বর্ণমালা যোগ করার বিদ্যা পেয়েছে—স্বাধীন হ'য়ে এই সব বিদ্যা ও বুদ্ধির পাহার পর্ব্বতরা আইন সভার মেম্বর হলেন। বড় আইন সভা দিল্লীর পার্লামেণ্ট তারপর অন্যান্য প্রদেশের সভার নাম বিধান সভা, বিধান পরিষদ, হলো। সব সভাতেই মেম্বর বাছাই হলো ভোট দিয়া। যে দেশে ১০০ জনের মধ্যে মাত্র ১৫ জন লিখতে পড়তে পারে। বাকী গুলোর পেটে ডুবুরী নামালে 'ক' অক্ষর খুঁজে পাওয়া যায় না। গলা টিপে ধরলে 'কোঁক' শব্দ করে না—পাছে 'ক' বাহির হয়। এই দেশের শাসনকার্য্য চালাবার কর্ত্তা হওয়া কত সোজা! এই তের বৎসর ধরে যিনি প্রধান মন্ত্রী, তাঁকে কেউ নড়াতে পারে নি। আজও আছেন? কবে যে যাবেন তা কেউ বল্‌তে পারে না। প্রধান মন্ত্রীর মেহেরবাণী নিয়ে কত ব্যাপারে কত লোক কত টাকা উদরসাৎ করেছে তা ধরা পড়েও ধরা পড়ে না। এক একটা চুরির ব্যাপার এক একটা কেলেঙ্কারী ব'লে অভিহিত হয়ে আসছে। যেমন (১) জীপ কেলেঙ্কারী (২) সার কেলেঙ্কারী (৩) তাসের ঘর কেলেঙ্কারী ইত্যাদি। শতকরা ৮৫ জন যে দেশে নিরক্ষর তারা হয়তো "কেলেঙ্কারী" শব্দটা শুনে মনে করে বড় বড় লোকদের বাড়ীতে যেমন নানা রকম পোলাও, কোর্মা কাবাব, কারী হয় এই কেলেঙ্কারীও বোধ হয় একটা কারী। এত কেলেঙ্কারীতেও লজ্জা নাই। পদ ত্যাগ করতে হুজুরদের কেউ রাজি হন না। মুসলমান রাজত্বের বড় বড় বাদশাহরা রোজকিয়ামতের দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেছেন তাঁহাদের গোরস্থানে—তাঁহাদের অবিনশ্বর আত্মা এই তের বছরে বাদশাহদের বাদশাহী দেখিয়া লজ্জা পাইতেছেন। তাঁহারা জমীনে বাদশাহী করিয়াছেন। ইঁহারা আসমানেও বাদশাগিরি দেখাইতেছেন। যে দেশ এই সব হাল বাদশাদের দরদের আশা করিয়া আছে, তাহাদের উপর দরদের লেশ ইহাদের নাই। রাজত্বের সঙ্গে যে টাকা ইংরাজ দিয়া গিয়াছিলেন তাহা কোন্ দিন ফুরাইয়া গিয়াছে। এখন এই ভারতকে ঋণ-সমুদ্রে ডুবাইয়া কবে শেষ নিশ্বাস ফেলিবেন কে জানে? এই দেশের কত চোট্টা অসাধু এই সব কর্ত্তাদের ভজনা করিয়া এই গরীব দেশের অর্থ লইয়া সমৃদ্ধিশালী হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সব চোরেদের ঐশ্বর্য্য দেখিলে মনে হয় এক পাদরী সাহেবের ঘোড়ার সহিসের কথা।

সহিস সাহেবের ঘোড়ার দানা চুরি করিয়া ধরা পড়ে। সাহেব তাকে ডিস্‌মিস্ করেন। সাহেবকে চোর সহিস বলে— হুজুর বহুৎ দিন হুজুরের নকরী করলাম—একখানা সার্টিফিকেট দেন। সাহেব বলে চোরকে কি সার্টিফিকেট দিব? চোর সহিস বলে হুজুর পাদ্রী আপনাকে ঝুট লিখতে বলব না। আমি দানা-চোর এই বলিয়া সার্টিফিকেট লিখে দেন। পাদ্রী সাহেব তাই দিলেন—বছর দুই পর সহিস তার নূতন চাকরীর পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়া পুরাতন মুনিবের সঙ্গে দেখা করায় তিনি অবাক হ'য়ে বড় আস্তাবলের যেখানে ১০০।৮০০ ঘোড়া থাকে তার সর্দ্দার সহিস হতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন —সহিস, তুমি এ চাকরী পেলে কি ক'রে? সে বল্লে—হুজুর, আপনি ঘোড়ার মালিক, আপনার ঘোড়া দানা অভাবে মরে মরে দেখে আমাকে ধরে জবাব দিলেন। যে আস্তাবলে মালিক নাই। ম্যানেজার চাকর আছে। হুজুরের সার্টিফিকেট দেখে ম্যানেজার আমাকে পছন্দ করলে তাঁর বুড়ো সহিসকে জবাব দিয়া আমাকে সর্দ্দার সহিস করে দিলে। এই দু'বৎসরের মধ্যে সাহেবের দোতালা বাড়ী হয়েছে। ৮০০ ঘোড়ার দানা আমার হাতে আমিও একতালা ছোট বাড়ী করেছি। মেয়েছেলে এনেছি।

আমাদের ভারত—আস্তাবলের মালিক নাই। নোকরে নোকর খাটায়। বড় নোকর যদি ঘুষখোর হয় তবে চোর সহিসের সুবিধা!

যুক্তিহীন চুক্তির পর পাকিস্তান ভারতের কর্ত্তার দানের জবাব দিয়াছেন। ভারত যে কর্ত্তার ভজনা করিয়া এই দশা পাইতেছে সে কর্ত্তা কেমন? যেমন—

ঢেঁকিশালে কুকুর কর্ত্তা
বনে কর্ত্তা পশু—
শ্মশানেতে ভূত কর্ত্তা,
চোরের কর্ত্তা যাশু।
গোরস্থানে মামদো কর্ত্তা
ভাগাড়ে কর্ত্তা দানা—
ছাতনীতলায় পেত্নী কর্ত্তা
শেওড়াতলায় গোনা।
মাঠে ঘাটে রাখাল কর্ত্তা
আঁতুড়ে কর্ত্তা দাই,
যেমন ভেড়ার গোয়ালে বাছুর কর্ত্তা
এ সব কর্ত্তা তাই।

সাইকেল শিল্পের অগ্রগতি

এদেশে একুশটি সাইকেল নির্ম্মাণ প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। ইহার মধ্যে তিনটি পশ্চিমবঙ্গে, পাঁচটি পাঞ্জাবে, ছয়টি উত্তর প্রদেশে, তিনটি দিল্লীতে এবং এক একটি বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিহার ও আসামে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের ১৪,৩৮,৫০০টি সাইকেল নির্ম্মাণের ক্ষমতা আছে। তাহা ছাড়া

এদেশের আরও ১১২টি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের পাঁচ লক্ষ সাইকেল নির্ম্মাণের ক্ষমতা আছে। উভয় উদ্যোগে ১৯৫৭ সালে ২,২৮,৮০৯টি, ১৯৫৮ সালে ১০,৬৩,৮৪৩টি ও ১৯৫৯ সালে ১১,৬৩,৮২৪টি সাইকেল নির্ম্মিত হয়। বৃহৎ সাইকেল কারখানায় সাইকেলের যে টুকরা অংশ নির্ম্মিত হয় তাহা ছাড়া আরও ২৩টি কারখানায় শুধু সাইকেলের টুকরা অংশ নির্ম্মিত হয়। ১৬টি কারখানাকে টুকরা অংশ নির্ম্মাণের লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। ক্ষুদ্র উদ্যোগে ৬১২টি প্রতিষ্ঠানে সাইকেলের টুকরা অংশ নির্ম্মিত হয়।

প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

ভেজাল দ্রব্য বিক্রয়ে দণ্ড

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর স্বাস্থ্য পরিদর্শক মহাশয়ের অভিযোগক্রমে জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালতের বিচারক মহোদয় ভেজাল নারিকেল তৈল বিক্রয়ের অপরাধে আইলের উপর নিবাসী কউসার আলি সেখকে ১৫৲ টাকা, ভেজাল দুগ্ধ বিক্রয়ের অপরাধে বালিঘাটা নিবাসী শ্রীকৈলাস ঘোষকে ৩০৲ টাকা ও সেকন্দরা নিবাসী শ্রীশশী ঘোষকে ৩০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

টাইম টেবল

প্রতি ছয় মাস অন্তর রেলওয়ে কোম্পানীর ট্রেণ চলাচলের সময়ের পরিবর্ত্তন হয়। এবার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। তবুও আমরা জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশনের সময় তালিকা নিম্নে দিলাম।

আপ ট্রেণ (নিমতিতা অভিমুখে)

৩৭৯নং	আসে	৯-১৯	ছাড়ে	৯-২৯
৩৩৩নং	,,	১৫-১৭	,,	১৫-২৭
৩৪৫নং	,,	২০-৫৫	,,	২১-৫
৩৪৭নং	,,	১-৪২	,,	১-৫২

ডাউন ট্রেণ (হাওড়া অভিমুখে)

৩৩৪নং	আসে	৬-১৯	ছাড়ে	৬-২৯
৩৪৬নং	,,	১২-৩৪	,,	১২-৪৪
৩৮০নং	,,	১৭-৫৯	,,	১৮-৯
৩৪৮নং	,,	০-১৯	,,	০-২৯

তৃতীয় পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান

তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় অকৃষি-উদ্যোগে ৬৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইবে বলিয়া শ্রীনন্দ দিল্লীতে কেন্দ্রীয় কর্মসংস্থান কমিটির বৈঠকে আশা প্রকাশ করেন। পল্লী অঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার উপর কমিটি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

ট্রেণে উঠানামার অসুবিধা

বৎসরাধিক কাল হইতে জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশনে সমস্ত ডাউন ট্রেণ ষ্টেশনের বিপরীত দিকের প্লাটফরমে দাঁড়াইতেছে। উহাকে প্লাটফরম বলা চলে না। উহার সমস্তটা ঘাসে আবৃত থাকায় উহার উপর দাঁড়িয়ে থাকা বিপজ্জনক। ঘাসের মধ্যে পিঁপড়ে, বিছা, বিষাক্ত পোকা থাকার বিশেষ সম্ভাবনা। শীতকালে শিশির ভেজা ঘাসের উপর দাঁড়ান কঠিন। ট্রেণে উঠা-নামা করিতে পুরুষরাই নাজেহাল হইতেছেন। স্ত্রীলোকদের ত কথায় নাই। রেল কর্ত্তৃপক্ষ দীর্ঘ সময় মধ্যে ইহার কোন সুব্যবস্থা করিলেন না। ইহা জঙ্গিপুর মহকুমার সদর ষ্টেশন—এখানে প্রত্যহ বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। অবিলম্বে উচ্চ প্লাটফরম, প্যাসেঞ্জার শেড ও ওভার-ব্রীজ করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। রাত্রির ট্রেণের যাত্রীদের দুর্গতি চরম সীমায় উঠিয়াছে।

নম্বরবিহীন রিক্সা

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যাল এলাকায় অনেকগুলি নম্বরবিহীন রিক্সা চলাচল করিতেছে। বিগত ১৮ই নভেম্বর, ১৯৫৯ তারিখের "জঙ্গিপুর সংবাদে" এ সম্বন্ধে অভিযোগ করায় সুযোগ্য চেয়ারম্যান মহোদয় সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীকে নম্বর দিবার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছিল। কিন্তু অদ্যাবধি নম্বর দেওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। উক্ত বিষয়ে পুনরায় চেয়ারম্যান মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

রাস্তা অবরোধ

রঘুনাথগঞ্জ বাজারে কদমতলার সন্নিকটস্থ দোকানগুলির মালিকেরা নিজেদের সীমানা অতিক্রম করিয়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তায় খুঁটি পুতিয়া তক্তা পাটাতন করিয়া পসরা সাজাইতেছে, বেঞ্চ রাখিতেছে, চাটাই ও বাখারী নির্ম্মিত ঝাঁপ তুলিয়া রাস্তা অবরোধ করায় মোটর গাড়ী, গোগাড়ী ও রিক্সা চলাচলে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করিতেছে। এ বিষয়ে প্রতিকারের জন্য মিউনিসি-প্যাল কর্ত্তৃপক্ষের ও মহকুমা পুলিশ অফিসার মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

লোক গণনার উদ্যোগ পর্ব্ব

লোক গণনার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ কর্ত্তৃক বাড়ী বাড়ী আলকাতরা দিয়া নম্বর দেওয়া কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

রঘুনাথগঞ্জে চাউলের দর

বর্ত্তমানে রঘুনাথগঞ্জ বাজারে নূতন আউস চাউল আছাঁটা ১৯।০ টাকা, ছাঁটা ২০৲ টাকা, পুরাতন চাউল আছাঁটা ২২৲ টাকা, ছাঁটা ২৪৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে।

রাণীক্ষেতের উন্নয়নের জন্য ডাঃ রায়ের পরামর্শ

রাণীক্ষেত, ৮ই অক্টোবর—রাণীক্ষেতকে একটি উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্র বলিয়া বর্ণনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বি, সি, রায় উহার উন্নয়ন সাধন প্রয়োজন বলিয়া মন্তব্য করেন। ফুলবাগ বিমান ঘাটির উন্নতি সাধিত হইলে এখানে যাতায়াতের সুবিধা হইবে ফলে বৃহৎ শহরের অধিবাসিরা গরমের দিনে এবং পূজার সময় এই পার্ব্বত্য শহরে আসিবার প্রেরণা পাইবে। ডাঃ রায় স্থানীয় বৃহত্তম একটি বিভাজিত ভাণ্ডারের উদ্বোধন করিতে গিয়া উপরি-উক্ত মন্তব্য করেন।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সচিব এক বিবৃতিতে জানাইতেছেন যে, কোন টেষ্ট পরীক্ষা না দিয়া প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে ১৯৬১ সালে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিবার জন্য নির্দিষ্ট শেষ তারিখের মধ্যে (লেট ফি সহ অথবা ছাড়া) আবেদন পত্র ও ফি জমা দেওয়ার অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া কতিপয় পরীক্ষার্থী যাহা জানাইয়াছে তাহার বিষয় বিবেচনা করিয়া বোর্ড স্থির করিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত পরীক্ষার্থী যদি ২৫ টাকা বিশেষ লেট ফি দিয়া আগামী ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে কোন অনুমোদিত দশম মান উচ্চ বিদ্যালয়ের মারফৎ তাহাদের যথাযথভাবে লিখিত আবেদনপত্রগুলি জমা দেয় তাহা হইলে বোর্ড তাহা জরুরী বিষয় হিসাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

বিদ্যালয়সমূহের প্রধানদের অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন প্রার্থীদের আবেদনপত্রগুলি গ্রহণ করেন এবং নিয়মানুযায়ী বিশেষ লেট ফি সহ ৩১শে অক্টোবর (১৯৬০) মধ্যে পর্ষদের নিকট প্রেরণ করেন।

দোকান-কর্ম্মচারী আইনে দণ্ড

রঘুনাথগঞ্জ মেছুয়াবাজারের নটকোনা ব্যবসায়ী শ্রীগৌরগোপাল দত্ত, শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ পাল ও শ্রীহরেকৃষ্ণ পাল দোকান কর্ম্মচারী আইন অমান্য করায় ফৌজদারী সোপর্দ্দ হন। তাঁহারা নিজেদের দোষ স্বীকার করায় জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালতের বিচারক মহোদয় তাঁহাদের প্রত্যেককে ১০৲ দশ টাকা হিসাবে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

পদ্মা ও ভাগীরথীর জল বৃদ্ধি

দিন কয়েক হইতে পদ্মা ও ভাগীরথী নদীর জল বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়াছে। জল বৃদ্ধির জন্য নদীতীরবর্ত্তী জমিসমূহের কলাই ফসলের চারাগাছ ডুবিয়া গিয়াছে। আশ্বিন মাসের শেষে কোন বারই এরূপ জল বৃদ্ধি হয় না। অসময়ে জল বৃদ্ধির জন্য চাষীরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

মহকুমা শাসক, লালবাগ, মুর্শিদাবাদ, এতদ্দ্বারা জানাইতেছেন যে মুর্শিদাবাদ জেলার এষ্টেট একুইজিসন বিভাগের কর্ত্তৃত্বাধীন লালবাগ মহকুমার খেয়াঘাট, খুটিগাড়ীঘাট এবং হাটসমূহ পৃথক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা প্রচারিত সর্ত্তাধীনে প্রকাশ্য ডাকে বাংলা ১৩৬৮ সাল অথবা তদূর্দ্ধ সময়ের জন্য মিয়াদি ইযারা বন্দোবস্ত করা হইবে। নিলাম ডাকের স্থান—লালবাগ মহকুমা শাসকের অফিস; তারিখ ১৫।১১।৬০ ইং। কোন্ কোন্ ঘাট ও হাট কোথায় ডাক করা হইবে তাহার তালিকা, মাশুলের হার ও কবুলিয়তের সর্ত্তাবলি উক্ত মহকুমা শাসক, অতিরিক্ত জেলা শাসক, মুর্শিদাবাদ এবং কান্দি ও জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকগণের দপ্তরে দেখা যাইবে। ডাকের পূর্ব্বে ডাককারীকে ঘাট অথবা হাট সুষ্ঠুভাবে চালাইবার এবং ডাকের টাকা পরিশোধ করার আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্বন্ধে সন্তোষজনক প্রমাণ দেখাইতে হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

১। যে সকল ব্যক্তি মোটর গাড়ীর (ট্যাক্সির) পাব্লিক ক্যারিয়ার ও কন্‌ট্রাক্ট ক্যারেজের পারমিটের জন্য এবং সেই সঙ্গে মোটর গাড়ীর কন্‌ট্রাক্ট ক্যারেজ পারমিট, ষ্টেজ ক্যারেজ পারমিট ও পাব্লিক ক্যারিয়ার পারমিট রিনিউ করিবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নামের একটি তালিকা মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক পরিবহণ প্রাধিকারের অফিসে নোটিশ বোর্ডে এবং সেই সঙ্গে জেলার প্রত্যন্তবর্তী মহকুমা অফিসারদের নোটিশ বোর্ডে টাঙাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সম্পর্কে কোন বক্তব্য থাকিলে তাহা নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। আবেদন এবং বক্তব্যগুলি বিবেচনার দিন, সময় ও স্থান যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হইবে। ২। যে সকল ব্যক্তি বহরমপুর হইতে আন্দুলবেড়িয়া ভায়া লোকনাথপুর রুট এবং রঘুনাথগঞ্জ—ধুলিয়ান রুট ভায়া জাতীয় সড়ক-এ যাত্রীবাহী যানের স্থায়ী রুটের পারমিটের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন তাঁহাদিগের নামের একটি তালিকা মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক পরিবহণ প্রাধিকারের অফিসে নোটিশ বোর্ডে এবং সেই সঙ্গে জেলার প্রত্যন্তবর্তী মহকুমা অফিসারের নোটিশ বোর্ডে টাঙাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সম্পর্কে কোন বক্তব্য থাকিলে তাহা নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। আবেদন এবং বক্তব্যগুলি বিবেচনার দিন, সময় ও স্থান যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হইবে। ৩। জঙ্গীপুর—কৃষ্ণপুর রুটের একটি স্থায়ী যাত্রিবাহী গাড়ীর রুটের জন্য নির্দ্ধারিত ফর্মে (মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক পরিবহণ প্রাধিকারের অফিসে প্রাপ্তব্য) দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। উপরোক্ত রুটের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্ত্তৃক ৬ই ডিসেম্বর (১৯৬০) পর্যন্ত দরখাস্ত গৃহীত হইবে। ৪। কান্দি—শঙ্খঘাট ভায়া কুলি ও ইন্দ্রাণী রুটের স্থায়ী যাত্রিবাহী যানের পারমিটধারী শ্রীওসমান মণ্ডল রাধারঘাট পর্যন্ত উপরোক্ত রুটের সম্প্রসারণের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। এই সম্পর্কে কোন বক্তব্য থাকিলে তাহা নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট করিতে হইবে। আবেদন ও বক্তব্যগুলি বিবেচনার দিন, সময় ও স্থান যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হইবে। স্বাঃ—সচিব, মুর্শিদাবাদ, আঞ্চলিক পরিবহণ প্রাধিকার।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৪ই নভেম্বর ১৯৬০

১৯৬০ সালের ডিক্রীজারী

১৫ মনি ডিঃ মহম্মদ জায়গীর হোসেন দেং জয়মঙ্গল সিংহ দাবি ৬৮৭৭৬০ নঃ পঃ থানা ফরক্কা মৌজে গোবিন্দরামপুর ৫-২৬ শতকের ⅓ অংশ জমা ৮৶০ আঃ ১০৲ খং ৫৯২ রায়ত স্থিতিবান ২নং লাট মৌজানি ঐ ২-৮৫ শতকের ⅓ অংশ জমা ৮৸৶১০ আঃ ৪০০৲ খং ২৪৯

উন্নততর জীবনযাত্রার উদ্দেশে

প্রতিটি প্রগতিমূলক কাজে গ্রামবাসীদের সহযোগিতার ফলে আজ পশ্চিমবাংলায় এক নতুন ধরণের গ্রামীন্ সংস্থা তৈরী হয়েছে। ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর, 'কমিউনিটি ডেভেলপ্‌মেণ্ট প্রজেক্ট' তার কাজ শুরু করেছিল এবং এই সংক্ষিপ্ত অথচ ঘটনাবহুল সময়ের মধ্যেই সে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

১৯৬০ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত এই পরিকল্পনার অনুসৃত কর্ম্মস্সূচীর অন্তর্ভূক্ত হলো, প্রায় ১০২০টি মহিলা সমিতি, ৮১৪৭টি নতুন যুব সংস্থা এবং কৃষক সমিতি স্থাপন, প্রায় ৫,৪৩,৭৪৮ মন উন্নত ধরণের বীজ সরবরাহ, ১,৭৭,২১৭ কৃষি প্রদর্শনী প্লটের উদ্বোধন। এ ছাড়াও ১০,৬৩০ একর জমিতে ছোট ছোট পরিকল্পনার সাহায্যে জলসেচের ব্যবস্থা, ৪,৩২ লক্ষ পশুর চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং প্রায় ৩৭০০০ হাজার পাখী বিভিন্ন পোলট্রি ফার্মে দেওয়া হয়েছে। গ্রামীন্ স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ৭,৭০০টি নতুন নলকূপ বসানো হয়েছে এবং ২৩০০টি নির্ধূম তন্দুর তৈরী করা হয়েছে। সমাজ শিক্ষা কার্য্যস্সূচীর একটা অংগ হিসাবে ২,১৮,৬৬৩ জন প্রাপ্তবয়স্ককে অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন এবং প্রায় ২৮০০০ জন গ্রাম্য মোড়লকে শিক্ষিত করে তোলা হয়েছে এবং নয় হাজার বিভিন্ন সমবায় সংস্থা সংগঠিত হয়েছে। এই বছর অর্থে, সামর্থে ও জিনিষপত্রে সাধারণের উন্নয়নমূলক কাজে অংশ গ্রহণের আর্থিক হিসাব দাঁড়ায় ৩,১৮,৪৬,০১০ টাকা।

গ'ড়ে উঠবে… **সোনার বাংলা**

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৯

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের

যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ কুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের

যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে তৈরী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেন্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণা

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিণ্ট ও এন্‌লার্জ করা, সিনেমা শ্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।